গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

এবং

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২০ - ৩০ জুন ২০২১

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	৩
সংস্থার (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির) কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
সেকশন ১: সংস্থার রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলী	৫
সেকশন ২: বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল / প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৭-১১
সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৩
সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৪-১৫
সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগ / অধিদপ্তর / সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা	১৬

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর / সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে –

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

এবং

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০২০ সালের

জুন মাসের তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the performance of Seed Certification Agency)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সকল ফসলের বীজের উৎকর্ষ মান নিশ্চিতকরণই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রধান কাজ। বিগত ৩ বছরে নোটিফাইড ফসলের ১,২২,২৯৪ হেক্টর বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন করা হয়েছে যার আওতায় উৎপাদিত বীজের পরিমান ছিল ৪,৪১,৩০৯ মে.টন । কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে ১৯,৬৩৩টি বীজ নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল সীড টেস্টিং এসোসিয়েশন (ISTA) হতে প্রেরিত বীজ নমুনা সংস্থার বীজ পরীক্ষাগারে সফলতার সাথে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ আইনের উপর ৮০১৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী, বীজ ডিলার ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে নতুন জাতের অবমুক্তির জন্য ডিইউএস পরীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ড ধানের ২১টি, পাটের ৩টি, গমের ৫টি, আলুর ১০টি, আখের ১টি, কেনাফ ১টি এবং মেস্তার ১টি ইনব্রিড জাত অবমুক্ত করে এবং ধানের ২৬টি হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করে। এ ছাড়াও বিগত ৩ বছরে মোট ৫৫৯৫টি (ধানের ৩৪২৭টি, পাটের ৩৭৬টি, গমের ৮৮২টি ও আলুর ৯১০টি) বীজ লটের প্রি-পোষ্ট কন্ট্রোল গ্রো আউট টেস্ট করে বীজের কৌলিক বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বর্তমানে চাহিদার শতকরা ২৬ ভাগ মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বীজমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজারজাতকৃত মানঘোষিত (টিএলএস) বীজের মনিটরিং জোরদারকরণ। নমুনা সংগ্রহের পর হতে বীজ প্যাকেটিং পর্যন্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট বীজ লট, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকায় প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান কর্যালয়, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার সমূহে শূন্য পদে কর্মকর্তা পদায়ন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সকল ফসলের সকল শ্রেণির বীজ প্রত্যয়নের আওতায় আনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। সকল ফসলের শতভাগ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় প্রত্যয়ন সেবা প্রদান ।বীজের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, বীজ বাজারজাত ও বিক্রয় কার্যাদির মনিটরিং জোরদারকরণ। বীজ আইন অনুযায়ী আমদানীকৃত বীজের মান নিশ্চিতকরণ। নিম্ন ফলনশীল অথবা রোগ ও পোকামাকড় সংবেদনশীল হওয়ার কারণে জাত প্রত্যাহারের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান। প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যয়ন এজেন্সিকে "বীজ প্রত্যয়ন অধিদপ্তর" হিসেবে গঠন এবং বীজ প্রত্যয়ন অধিদপ্তর এর পদ সৃজনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

* ডিইউএস ও ভিসিইউ টেষ্টের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল এবং লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা সহিষ্ণু জাতসহ ধান, গম, পাট, ও আখের জাত পরীক্ষাকরণ ও ছাড়করণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
* বীজ খাতে নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০০ জনকে বীজ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ধান, পাট ও গম ফসলের মোট ৮৪০০০মে.টন বীজ প্রত্যয়ন প্রদান;
* বীজ পরীক্ষাগারের প্রত্যয়নাধীন ৬২০০টি বীজ নমুনা ও কৃষক পর্যায়ের ২০০০টি বীজ নমুনা পরীক্ষাকরণ;
* বীজ ডিলারের দোকান পরিদর্শন পূর্বক ২০০০টি মার্কেট মনিটরিং নমুনা পরীক্ষা করে বাজারজাতকৃত বীজের মান যাচাইকরণ; এবং
* ব্রিডার, ভিত্তি ও প্রত্যয়িত শ্রেণির মোট ১.৫০ কোটি প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ।

সেকশন ১

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (Vision) :

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ও প্রতিকুলতা সহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩.১ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মানসম্পন্ন বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি।
২. ফসলখাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
৩. বীজ উদ্যোক্তা সৃজন।
৪. কর্মব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি।
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলী

১. বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, শোধন এবং মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বীজ উৎপাদকদের পরামর্শ প্রদান;
২. পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন;
৩. জাতীয় বীজ বোর্ডের ব্যবহারের জন্য বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ডাটা ও তথ্য সংগ্রহ করা;
৪. নিয়ন্ত্রিত ফসলের ব্রিডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ প্রত্যয়ন করা;
৫. সম্পদের প্রতুলতা সাপেক্ষে বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে বীজ প্রত্যয়ন সেবা প্রদান;
৬. নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত মূল্যায়ণ ও ছাড়করণ কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
৭. নিম্ন ফলনশীল অথবা রোগ ও পোকামাকড় সংবেদনশীল হওয়ার কারণে জাত প্রত্যাহারের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান;
৮. কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ ব্যবহার ও বর্ধন কাজে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সহায়তা করা;
৯. সারাদেশ থেকে মানঘোষিত বীজের নমুনা সংগ্রহ করা এবং যথাযথ পরীক্ষার মাধ্যমে ঘোষিতমান যাচাই করা; এবং
১০. বিদ্যমান বীজ আইন ও বীজবিধির বিধানসমূহ প্রয়োগ করা এবং অপরাধীর বিরূদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।